বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান রূপে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছর পাকিস্তান শাসন করে বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে।

দেশ বিভাগ ১৯৪৭

- **স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭।**
- **স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭।**

ভারতের প্রথম

লর্ড মাউন্টেন ব্যাটেন
ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল

জওহরলাল নেহেরু
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

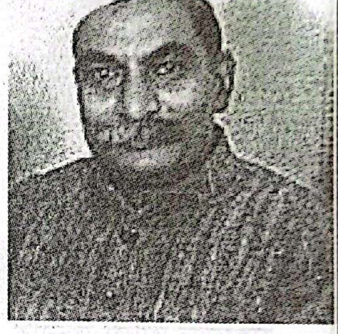

রাজেন্দ্র প্রসাদ
ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট

পূর্ব বাংলার প্রথম

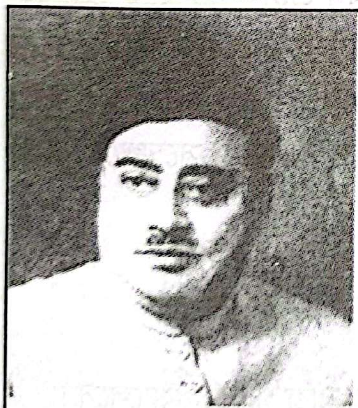

খাজা নাজিমুদ্দিন
পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী

নুরুল আমীন
ভাষা আন্দোলনকালীন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

খাজা নাজিমুদ্দিন
ভাষা আন্দোলনকালীন
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

★ **১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয় লিয়াকত আলী খান। সেই সময় পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন।**

CamScanner

পাকিস্তানের প্রথম

- গণপরিষদে প্রথম অধিবেশন বসে- করাচিতে (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালে)।
- প্রথম শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ সালে।
- প্রথম সামরিক আইন জারি হয়- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে।
- প্রথম সামরিক আইন জারি করেন- ইস্কান্দার মির্জা।
- প্রথম সামরিক আইনের প্রধান শাসনকর্তা- জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান।
- পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক আইন জারি করা হয়- ২৫ মার্চ, ১৯৬৯।
- দ্বিতীয় সামরিক আইন জারি করেন- ইয়াহিয়া খান।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল

লিয়াকত আলী খান
পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

ইস্কান্দার মির্জা
পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

পূর্ব কথা: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর যখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না, তখন ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

আরো জানতে হবে

- প্রতিষ্ঠাকাল- ২৩ জুন, ১৯৪৯
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে।
- প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি- মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক- শামসুল হক।
- প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- শেখ মুজিবুর রহমান।
- আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়- ১৯৫৫ সালে।
- শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন- ১৯৫৩ সালে।
- শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন- ১৯৬৬ সালে।

ভাষা আন্দোলন ১৯৫২

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম বিরোধ দেখা দেয় ভাষার প্রশ্নে। পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা বেশি। তাদের মাতৃভাষা বাংলা। উর্দু ছিল অতি অল্প সংখ্যাক লোকের ভাষা। এমতাবস্থায় ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। **চৌধুরী খালিকুজ্জামান** এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য **ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ** উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভাষাবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ ক'জন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।"

তমদ্দুন মজলিস

- **ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন-** তমদ্দুন মজলিস।
- **তমদ্দুন ছিল-** একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।
- **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে।
- **প্রতিষ্ঠা করেন-** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- **ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা-** 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা-না উর্দু?'
- **'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা-না উর্দু?' প্রকাশিত হয়-** ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।
- **'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা-না উর্দু?' প্রকাশ করে-** তমদ্দুন মজলিস।
- **'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা-না উর্দু?' পুস্তিকার লেখক-** ৩ জন।
  - অধ্যাপক আবুল কাসেম
  - ড. কাজী মোতাহের হোসেন
  - জনাব আবুল মনসুর আহমেদ

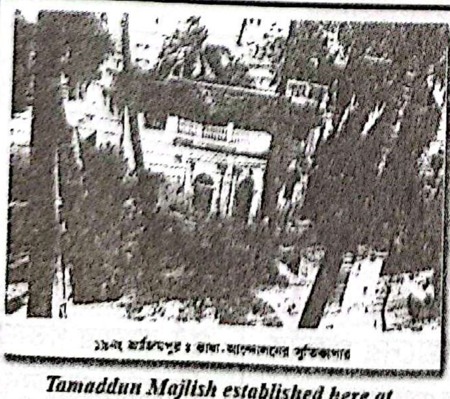

Tamaddun Majlish established here at 19 Azimpur Road, Dhaka

ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন: "স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠা)" অনুযায়ী, সঠিক তথ্য হলো তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় ২ সেপ্টেম্বর। কিন্তু "বাংলাপিডিয়া"র তথ্যমতে, তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১ সেপ্টেম্বর।

অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে উত্তর করতে হবে '২ সেপ্টেম্বর'। কিন্তু অপশনে '২ সেপ্টেম্বর' না থাকলে সেক্ষেত্রে উত্তর করতে হবে '১ সেপ্টেম্বর'।

গণপরিষদে বাংলার দাবি

- পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে- করাচিতে (১৯৪৮ সালে)।
- উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলেন- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার দাবি উত্থাপন করেছিলেন- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮।
- ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম- তৎকালীন ত্রিপুরা (বর্তমান- কুমিল্লা জেলায়)।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদে অধিবেশনের সকল কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাতেও রাখার দাবি উত্থাপন করেন কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত বাঙালি গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উর্দুর ঘোষণা

- 'উর্দূ এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- জিন্নাহ প্রথমবার ঘোষণা দেন- ২১ মার্চ ১৯৪৮ (রেসকোর্স ময়দানে)।
- জিন্নাহ দ্বিতীয়বার উর্দুর ঘোষণা 'উর্দু বং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' পুনরাবৃত্তি করেন- ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাবি'র কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে (উপস্থিত ছাত্ররা এতে "না না" বলে প্রতিবাদ জানায়)।
- 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে' ঘোষণা করেন- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান।
- ঢাকায় এক জনসভায় 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেন- পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন (২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২)।

বাংলা ও উর্দু ভাষাভাষী

- পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল- ৫৬.৪০%।
- পাকিস্তানে উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল- মাত্র ৩.২৭%।

ভাষা আন্দোলনকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রধান যারা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন	পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন	পাকিস্তানের গভর্নর মালিক গোলাম মোহাম্মদ	পূর্ব বাংলার গভর্নর ফিরোজ খান নুন

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভেঙে **'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'** স্লোগান দিতে দিতে **'আমতলায়'** (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে) সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্রদের মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিকউদ্দিন আহমদসহ আবুল বরকত, আবদুস সালাম, আব্দুল জব্বার, ওহিউল্লাহ প্রমুখ।

- **২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল ছিল- ৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।**
- **২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ দিনটি ছিল- বৃহস্পতিবার।**

ভাষা আন্দোলনের ৮ জন শহিদ

রফিকউদ্দিন আহমদ

ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। তাঁর জন্ম মানিকগঞ্জে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

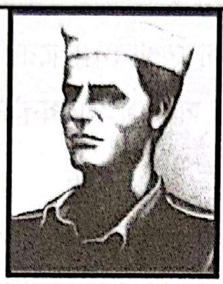

আবদুল জব্বার

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় শহিদ। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ের পাঁচুয়ায়। পেশায় ছিলেন দর্জি।

আবুল বরকত (আবাই)

তাঁর ডাকনাম ছিল- আবাই। জন্ম মুর্শিদাবাদের বাবলা গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

আবদুস সালাম

তাঁর জন্ম ফেনী জেলায়। পেশায় সচিবালয়ের পিয়ন ছিলেন।

শফিউর রহমান

তাঁর জন্ম চব্বিশ পরগণা জেলার কোন্নগরে। পেশায় ঢাকা হাইকোর্টের কেরানি ছিলেন।

কিশোর অহিউল্লাহ

সর্বকনিষ্ঠ শহিদ। বয়স ছিল ৯ বছর। পরিচয়- শিশু শ্রমিক।

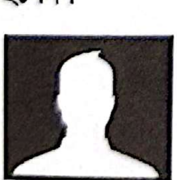

আবদুল আউয়াল

পেশায় ছিলেন রিকশাচালক। জন্ম- গেন্ডারিয়া, ঢাকা (সম্ভবত)।

অজ্ঞাত বালক

কার্জন হল এলাকায়।

- ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা'র করা জরিপে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ বাঙালি'র তালিকায় বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের শহিদগণের অবস্থান ১৫তম।

ভাষা আন্দোলনকালীন গঠিত বিভিন্ন পরিষদ

প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'

- গঠিত হয়- তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে।
- কারণ- ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য।
- প্রতিষ্ঠা- ডিসেম্বর, ১৯৪৭।
- আহ্বায়ক- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

- ইংরেজি নাম- All Parties State Language Movement Association.
- প্রতিষ্ঠা- ২ মার্চ, ১৯৪৮।
- যার সভাপতিত্বে গঠিত হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামরুদ্দীন আহমেদ।
- উদ্দেশ্য- পূর্ব প্রতিষ্ঠিত 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'কে পুনর্গঠন।

পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি

- ইংরেজি নাম- East Bengal Language Committee.
- গঠন করে- পূর্ব বাংলার সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে।
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৯ সালে (১৭ সদস্য বিশিষ্ট)।
- সভাপতি ছিলেন- মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

- ইংরেজি নাম- Dhaka University State Language Movemnet Committee.
- প্রতিষ্ঠা- ১১ মার্চ, ১৯৫০।
- আহ্বায়ক- আব্দুল মতিন।
- এই পরিষদের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি

- ইংরেজি নাম- All Parties State Language Movement Committee.
- প্রতিষ্ঠা- ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২।
- আহ্বায়ক- কাজী গোলাম মাহবুব।
- যার সভাপতিত্বে গঠিত হয়- আতাউর রহমান খান।

সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

- প্রতিষ্ঠা- ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২।
- আহ্বায়ক- কাজী গোলাম মাহবুব।
- যার সভাপতিত্বে গঠিত হয়- মাওলানা ভাসানী।
- এই সংগ্রাম পরিষদ 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারাদেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ (বৃহস্পতিবার)।

CamScanner

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

- পূর্ব ও পশ্চিমে পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম বিরোধ দেখা দেয়- ভাষার প্রশ্নে।
- যার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল- বাঙালি জাতীয়তাবাদ।
- জাতীয়তাবাদ উন্মেষের প্রথম ঘটনা- ভাষা আন্দোলন।
- ভাষা আন্দোলন একটি- সাংস্কৃতিক আন্দোলন।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি- ভাষা ও সংস্কৃতি।
- বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ লাভ করে- ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।
- ভাষা আন্দোলনকালীন (১৯৪৮-১৯৫২ সাল) ভাষা দিবস ছিল- ১১ মার্চ।
- বঙ্গবন্ধু, অলি আহাদসহ অনেকে ধর্মঘট করেন এবং গ্রেফতার হন- ১১ মার্চ, ১৯৪৮ সালে।
- ভাষা আন্দোলনে নারীদের মধ্যে ছিলেন- শামসুন্নাহার, রওশন আরা বাচ্চু, মমতাজ বেগম।
- ভাষা শহিদ আবুল বরকতের নামে 'আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর' রয়েছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (জহুরুল হক হলে)।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি

১৯৫৩	২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
১৯৫৪	৯ মে পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।
১৯৫৬	পাকিস্তানের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
১৯৭৫	বঙ্গবন্ধু সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করেন।
১৯৮৭	সর্বস্তরে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' পাস হয়।

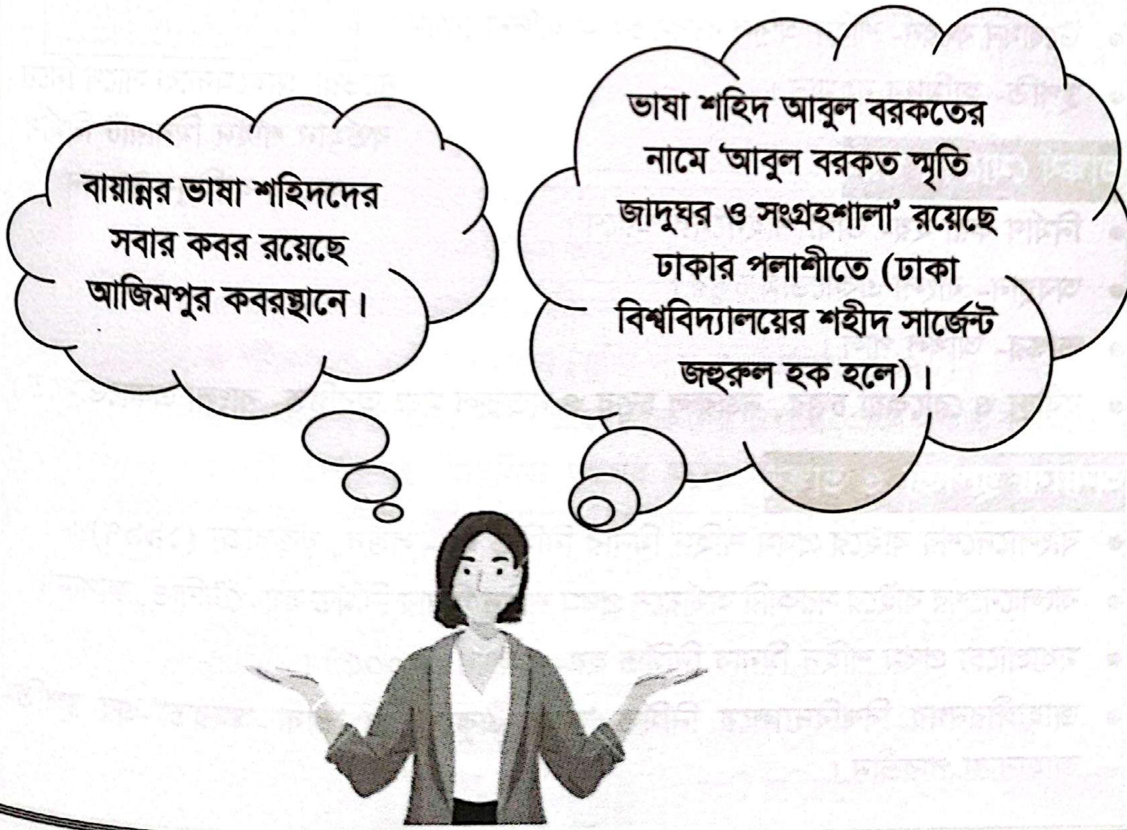

CamScanner

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

প্রথম শহিদ মিনার

- নির্মাণ করা হয়- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
- উদ্বোধন করা হয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
- উদ্বোধন করেন- শহিদ শফিউরের পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান।
- শহিদ মিনারের নকশা করেন- ডা. বদরুল আলম, সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার।
- প্রথম শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়- ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
- প্রথম শহিদ মিনারটি নাম ছিল- শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ।

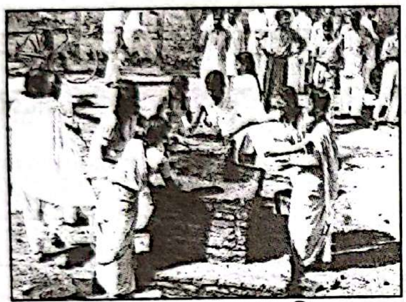

২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা নির্মাণ করে প্রথম শহিদ মিনার

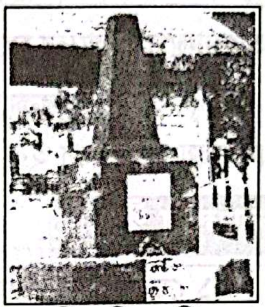

প্রথম শহিদ মিনারটির নাম ছিল শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

বর্তমান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

- অবস্থান- ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে
- উদ্বোধন করা হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩।
- উদ্বোধন করেন- শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম।
- স্থপতি- হামিদুর রহমান।

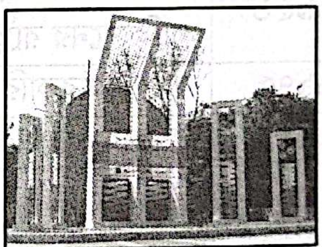

নভেরা আহমেদকে সাথে নিয়ে বর্তমান শহিদ মিনারটি নির্মাণ করেন হামিদুর রহমান

ভাস্কর্য মোদের গরব

- নির্মাণ করা হয়- ভাষা শহিদদের স্মরণে।
- অবস্থান- বাংলা একাডেমি চত্বর।
- ভাস্কর- অখিল পাল।
- রবীন্দ্র ও রোকেয়া চত্বর, নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত- বাংলা একাডেমিতে।

অন্যান্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

- বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়- লন্ডন, যুক্তরাজ্য (১৯৯৭)।
- বাংলাদেশের বাইরে সরকারি অর্থায়নে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়- টোকিও, জাপান।
- মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়- ওমানে (২০০৫)।
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত 'অমর একুশে' ও 'ভাষা অমরতা'-এর স্থপতি- জাহানারা পারভীন।

CamScanner

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যা কিছু প্রথম

কবিতা	• একুশের প্রথম কবিতা- 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। • প্রথম কবিতা লিখেন- কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরী। • কবিতাটি প্রথম পাঠ করেন- চৌধুরী হারুনূর রশীদ। • কবিতাটি প্রথম পাঠ করা হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল; লালদীঘি ময়দান, চট্টগ্রাম।
নাটক	• একুশের প্রথম নাটক- 'কবর'। • কবর নাটকটি রচনা করেন- মুনীর চৌধুরী (১৯৫৩ সালে) • মুনীর চৌধুরী নাটকটি রচনা করেন- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালে • কবর নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (১৯৫৩ সালে)
উপন্যাস	• একুশের প্রথম উপন্যাস- 'আরেক ফাল্গুন'। • রচনা করেন- জহির রায়হান। • বই আকারে মুদ্রিত হয়- ১৯৬৯ সালে।
সংকলন	• একুশের প্রথম সংকলন- একুশে ফেব্রুয়ারি। • সম্পাদন করেন- হাসান হাফিজুর রহমান।
গান	• একুশের প্রথম গান- 'ভুলব না ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'। • গানটির গীতিকার- ভাষা সৈনিক গাজীউল হক। • সুর করেন- তারই ছোট ভাই নিজামুল হক। **ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন:** বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে দেয়া আছে একুশের প্রথম গান হচ্ছে, আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'; তথ্যটি ভুল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের ঘটনা সারা দেশকে কাঁপিয়ে দেয়ার পর তা নিয়ে প্রথম গান লিখেন ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হক। গানটি ছিল- 'ভুলব না ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'। *তথ্যসূত্র: প্রথম আলো ও উইকিপিডিয়া।*
প্রভাতফেরির গান	• প্রথম প্রভাতফেরির গান- 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল...' • রচয়িতা- মোশারেফ উদ্দিন আহমদ।
চলচ্চিত্র	• একুশের প্রথম চলচ্চিত্র- জীবন থেকে নেয়া। • পরিচালক- জহির রায়হান (মুক্তি পায়- ১০ এপ্রিল, ১৯৭০)। • 'আমার সোনার বাংলা' গানটি 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে প্রথম ব্যবহার করা হয়। • এই চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- 'এ খাঁচা ভাঙ্গব আমি কেমন করে', 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। *জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রে শ্লোগান হিসেবে ছিল- "একটি দেশ, একটি সংসার, একটি চাবির গোছা, একটি আন্দোলন"*

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গান

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

- **রচয়িতা-** আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী।
- **বর্তমান সুরকার-** আলতাফ মাহমুদ।
- **প্রথম সুর করেন-** আব্দুল লতিফ।

> আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো... গানটি 'একুশের গান' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে।

সাংবাদিক ও লেখক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানটি রচনা করেন। প্রথমে আব্দুল লতিফ গানটি সুরারোপ করেন, পরবর্তীতে আলতাফ মাহমুদের করা সুরটিই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৭০ সালে জহির রায়হান তাঁর 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে গানটি ব্যবহার করেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গান

গানের কলি	গীতিকার	সুরকার
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আব্দুল জব্বার
কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশের	নাজিম মাহমুদ	সাধন সরকার
রক্তে আবার প্রলয় দোলা	আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	আব্দুল লতিফ
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়		
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা		
মাগো ৮ই ফাল্গুনের কথা আমরা ভুলি নাই	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ
তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি		
ও আমার এই বাংলা ভাষা		
ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙাতে গেল যারা	বদরুল হাসান	
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি	শামসুদ্দীন আহমেদ	আলতাফ মাহমুদ
মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে	মোশাররফ হোসেন	
ভুলব না, ভুলব না সে একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না	গাজীউল হক	নিজামুল হক
আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	সিকান্দার আবু জাফর

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র 'বাঙলা'

- **'বাঙলা'-** ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র।
- **চলচ্চিত্রের পরিচালক-** শহীদুল ইসলাম খোকন।
- **চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়-** কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' উপন্যাস অবলম্বনে।
- **চলচ্চিত্রটির গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য-** বোবা মেয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা 'বাঙলা' শব্দের উচ্চারণ।

বাঙলা

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতা

স্মৃতিস্তম্ভ/ স্মৃতির মিনার	আলাউদ্দিন আল আজাদ	বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান
শহীদ স্মরণে	মো. মনিরুজ্জামান	কোনো এক মাকে	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
অমর একুশে	হাসান হাফিজুর রহমান	একুশের কবিতা	আল মাহমুদ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার ভাঙার প্রতিবাদে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ'।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস ও গল্প

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস		ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গল্প	
আর্তনাদ	শওকত ওসমান	মৌন নয়	শওকত ওসমান
নিরন্তন ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন	একুশের গল্প	জহির রায়হান
যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন	সূর্য গ্রহণ	জহির রায়হান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৯৮	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের উদ্যোগে সংঘটিত হয় 'The mother Language Lovers of the world'.
১৯৯৯	ইউনেস্কো ৩০তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯।
২০০০	সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রথমবারের মতো পালন করে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০।
২০০২	আফ্রিকার দেশ 'সিয়েরা লিওন' বাংলাকে ২য় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়।
২০০৩	ইউনেস্কোকে একুশে পদক প্রদান করা হয়।
২০০৬	'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' নির্মিত হয় অস্ট্রেলিয়ার সিডনির অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে।
২০০৮	জাতিসংঘের ৬৩তম সম্মেলনে 'জাতিসংঘ' ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয় ৫ ডিসেম্বর, ২০০৮।
২০১০	জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এখন থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয় ২১ অক্টোবর, ২০১০।
২০২৩	২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য কানাডার পার্লামেন্টে বিল পাস হয় ৩০ মার্চ, ২০২৩।

CamScanner

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-এ-ইসলাম, গণতন্ত্রী দল- এ চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'যুক্তফ্রন্ট'। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আরো জানতে হবে

- **গঠন করেন-** এ. কে. ফজলুল হক, হোসন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী।
- **যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়-** ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে।
- **যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয়-** ১৯৫৪ সালে।
- **যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে-** ২১ দফা নিয়ে।
- **২১ দফার প্রণেতা-** আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ।
- **একুশ দফার মধ্যে ভাষা সংক্রান্ত দফা ছিল-** ৫টি (যথা- ১, ১০, ১৬, ১৭, ১৮)।
- **২১ দফার প্রথম দফা-** রাষ্ট্রভাষা বাংলা।
- **যুক্তফ্রন্টের দল ছিল-** ৪টি।

দল	নেতা
আওয়ামী মুসলিম লীগ	মাওলানা ভাসানী
কৃষক প্রজা পার্টি	এ কে ফজলুল হক
নেজামে ইসলাম	মাওলানা আতাহার আলী
গণতন্ত্রী দল	হাজী দানেশ

- **যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল-** নৌকা।
- **যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল-** মুসলিম লীগ (প্রতীক- হারিকেন)।
- **শেখ মুজিবুর রহমান প্রার্থী ছিলেন-** ১৩৬নং (ফরিদপুর-১৪) আসন থেকে।
- **নির্বাচনে জয়লাভ করে-** যুক্তফ্রন্ট (৩০৯টি আসনের ২২৩টি)।
  - ➤ মুসলিম লীগ ৯টি
  - ➤ কংগ্রেস ২৪টি
  - ➤ তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি (২য় সর্বোচ্চ আসন)
- **নির্বাচনে পরাজয় বরণ করে-** মুসলিম লীগ।
- **আওয়ামী লীগ এককভাবে আসন লাভ করে-** ১৪৩টি।

ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন: যুক্তফ্রন্টের দল ছিল ৫টি; তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে আবুল হাশিমের 'খেলাফতে রব্বানি পার্টি' যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করলেও যুক্তফ্রন্টের দল ছিল না। সঠিক তথ্য হলো যুক্তফ্রন্টের দল ছিল ৪টি। *[তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া]*

CamScanner

যুক্তফ্রন্ট সরকার

- **যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়-** শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক-এর নেতৃত্বে।
- **৪ সদস্যবিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে-** ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪।
- **পরবর্তীতে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে-** ১৫ মে, ১৯৫৪।
- **এ কে ফজলুল হক ছিলেন-** মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন মন্ত্রী।
- ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং 'বাংলা একাডেমি' করার প্রস্তাব গ্রহণ অনুমোদন করে।
- **যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দেয়া হয়-** ৩০ মে, ১৯৫৪ (মাত্র ৫৬ দিনের মাথায়)।

কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ঐতিহাসিক **'কাগমারী সম্মেলন'** অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি। অনুষ্ঠানে মাওলানা ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারী করে বলেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে **'আসসালামুআলাইকুম'** জানাতে বাধ্য হবেন।

আরো জানতে হবে

- **অনুষ্ঠিত হয়-** টাঙ্গাইলের সন্তোষে (১৯৫৭ সালে)।
- **সভাপতিত্ব করেন-** মাওলানা ভাসানী।
- **প্রধান অতিথি ছিলেন-** হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- **পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে পাকিস্তানকে আসসালামুআলাইকুম জানান-** মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- **মাওলানা ভাসানী পাকিস্তানকে আসসালামুআলাইকুম জানান যে সম্মেলনে-** কাগমারী সম্মেলন।
- **মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাপ গঠন করেন-** ১৯৫৭ সালে।

কাগমারী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

কাগমারী সম্মেলনে পাকিস্তানকে হুশিয়ারী দিয়ে "আস্‌সালামু আলাইকুম" জানিয়েছিলেন মাওলানা ভাসানী

সামরিক শাসন ১৯৫৮

- পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয়- ১৯৫৮ সালে।
- পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন- ইস্কান্দার মির্জা।
- আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন- ইস্কান্দার মির্জা।
- আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের স্ব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন- ১৯৫৮ সালে
- আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' জারি করেন- ১৯৫৯ সালে।
- আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন- ২৩ মার্চ, ১৯৬০।

ইস্কান্দার মির্জা

আইয়ুব খান

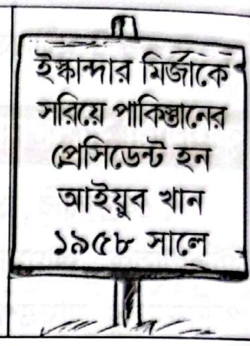

শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬২

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরিফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এ রিপোর্টের সুপারিশে ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে কঠোর আন্দোলন শুরু হয়। এটাই ছিল স্বৈরাচার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থান। ছাত্র সমাজের ২২ দাবিকে কেন্দ্র করে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ 'শিক্ষা দিবস' পালন উপলক্ষে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠে।

আরো জানতে হবে

- শরিফ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ (১১ সদস্য বিশিষ্ট)।
- কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন- আইয়ুব খানের শিক্ষা সচিব এস এম শরিফ।
- শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে- ১৯৬২ সালে।
- রিপোর্টে বলা হয়- শিক্ষা এমন কোন পণ্য নয় যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষা ব্যয়ের ৮০ ভাগ অভিভাবক এবং সরকার ২০ ভাগ ব্যয় বহন করবে।
- East Pakistan Student Forum গঠিত হয়- ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।
- পূর্ব বাংলাব্যাপী ছাত্রসমাজ হরতাল আহ্বান করে- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।
- আন্দোলনে শহিদ হন- বাবুল, গোলাম মোস্তফা ও ওয়াজিউল্লাহসহ অনেকে।
- জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হয়- ১৭ সেপ্টেম্বর।
- ১৯৬৪ সালে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট যাচাইয়ের জন্য গঠন করা হয়- হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন।
- ১৯৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলনের প্রথম দফা ছিল- ৬২ এর শিক্ষানীতি বাতিল।

ছয় দফা ১৯৬৬

- **ঘোষণা করা হয়-** ৩বার।
  ১ম বার- ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
  ২য় বার- ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
  ৩য় বার- ২৩ মার্চ, ১৯৬৬
- **ছয় দফা রচিত হয়-** লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- **আনুষ্ঠানিকভাবে ছয়দফা উত্থাপিত হয়-** ২৩ মার্চ ১৯৬৬ (লাহোরে)।
- **বিরোধী দলের সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়-** ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
- **ছয় দফার তাৎপর্য-** বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ।
- **ছয় দফা সম্বলিত প্রথম পুস্তিকার নাম-** 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা কর্মসূচি'।
- **বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাগনাকার্টা বলা হয়-** ৬ দফাকে।
- **প্রথম দফা-** পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন।
- **ছয় দফায় অর্থনীতি বিষয়ক দফা রয়েছে-** ৩টি।
- **ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহিদ-** মনু মিয়া।
- **ছয় দফা দিবস-** ৭ জুন (মনু মিয়ার মৃত্যুর দিন)।
- **ছয় দফা আন্দোলনে শহিদ হন-** মনু মিয়া, মুজিবুল হক, শফিক, শামসুল হকসহ ১১ জন।
- **১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে ইশতেহার ছিল-** ছয় দফা।

মনু মিয়া শহিদ হন ৭ জুন। ছয় দফা দিবসও ৭ জুন মনু মিয়ার মৃত্যুর দিন।

ঐতিহাসিক ৬ দফা

৬ দফা

১ম দফা: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি।

২য় দফা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।

৩য় দফা: মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।

৪র্থ দফা: রাজস্ব কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা।

৫ম দফা: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা।

৬ষ্ঠ দফা: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা।

CamScanner

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬৮

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ছয়-দফাকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে। ছয়-দফা কর্মসূচিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে **'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'** নামে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পাকিস্তনের প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালে এই মামলা শুরু হলে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলব্যাপী বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আরো জানতে হবে

- **দায়ের করা হয়-** ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে।
- **মোট আসামি ছিল-** ৩৫ জন।
- **মামলার ১নং আসামি-** শেখ মুজিবুর রহমান।
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন-** আমির হোসেন।
- **মামলার বিচার কাজ শুরু হয়-** ১৯ জুন, ১৯৬৮ (ঢাকা সেনানিবাসে)।
- **বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের বিচারপতি ছিলেন-** এস. এ. রহমান।
- **শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা করেন-** স্যার টমাস উইলিয়ামসন।
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়-** ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- **সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়-** ঢাকা সেনানিবাসে।
- **মামলা প্রত্যাহার করা হয়-** ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
- **আগরতলা মামলার প্রত্যাহার দিবস-** ২২ ফেব্রুয়ারি।
- **স্মৃতি বিজড়িত স্থান-** বিজয় কেতন।

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নাম 'বিজয় কেতন'। এর মূল ফটকে অবস্থিত ভাস্কর্যটির নামও 'বিজয় কেতন'। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে।

আগরতলা মামলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন আসামি

মোয়াজ্জেম হোসেন
২নং আসামি

জহুরুল হক
১৭নং আসামি

আব্দুর রউফ
৩৫নং আসামি

৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ নিয়ে একটি **'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'** (Student Action Committee-SAC) গঠিত হয়। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি (11 Point Programme) ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচিও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং ৬ দফার ভিত্তিতে ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক আন্দোলন করে তাই গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

আরো জানতে হবে

- **গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক বলা হয়-** তোফায়েল আহমেদকে।
- **গণ-অভ্যুত্থানকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন-** মোনায়েম খান।
- **'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Student Action Committee-SAC) গঠন করা হয়-** ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
- **'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে-** ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
- **১১ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল-** ৬ দফা।
- **রাজনৈতিক ঐক্য পেশাজীবীরা 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (Democratic Action Committee-DAC) গঠন করে-** ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
- **গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) দাবি পেশ করে-** ৮ দফা।
- **পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণ করা হয়-** ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

গণ-অভ্যুত্থানভিত্তিক উপন্যাস

৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের সামগ্রিক চিত্র নিয়ে আহমদ ছফা রচনা করেন 'ওঙ্কার'।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা করেন 'চিলেকোঠার সেপাই'

গণ-অভ্যুত্থানের স্লোগান

- ➢ *"তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা"*
- ➢ *"জাগো জাগো, বাঙালি জাগো"*
- ➢ *"পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা"*

৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের শহিদ

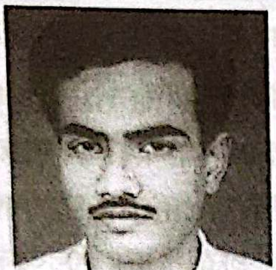 আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান	◆ পরিচয়- গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ। ◆ জেলা- ধানুয়া গ্রাম, শিবপুর, নরসিংদী। ◆ ছাত্র ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিভাগের। ◆ শহিদ হন- ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯। ◆ শহিদ আসাদ দিবস- ২০ জানুয়ারি। ◆ 'আসাদ গেটে'র পূর্বনাম- আইয়ুব গেট। ◆ নরসিংদীর সন্তান আসাদ নিহত হলে নরসিংদীরই কবি শামসুর রাহমান আসাদের স্মৃতিস্মরণে লিখেন "আসাদের শার্ট" নামক কবিতাটি।
 মতিউর রহমান মল্লিক	◆ ছাত্র ছিলেন- নবকুমার ইনস্টিটিউটের। ◆ শহিদ হন- ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯। ◆ গণ-অভ্যুত্থান দিবস- ২৪ জানুয়ারি। ◆ মাকে বলা তাঁর শেষ উক্তি- "মা আমি মিছিলে যাচ্ছি। যদি ফিরে না আসি তুমি মনে করো তোমার ছেলে বাংলার মানুষের জন্য জীবন দিয়েছে।"
 সার্জেন্ট জহুরুল হক	◆ জেলা- নোয়াখালী। ◆ শহিদ হন- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। ◆ ঢাবির জহুরুল হলের পূর্বনাম- ইকবাল হল।
 মুহম্মদ শামসুজ্জোহা	◆ পরিচয়- দেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী। ◆ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ◆ শহিদ হন- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। ◆ জোহা দিবস- ১৮ ফেব্রুয়ারি। ◆ বিখ্যাত উক্তি- "আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত। এরপর কোন গুলি হলে তা ছাত্রকে না লেগে যেন আমার গায়ে লাগে।" ◆ তাঁর স্মরণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত ভাস্কর্য- স্ফুলিঙ্গ (স্থপতি- কনক কুমার পাঠক)।
 শহিদ আনোয়ারা বেগম	◆ পরিচয়- গণ আন্দোলনে একমাত্র নারী শহিদ। ◆ শহিদ হন- ২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
শহিদ রুস্তম	◆ শহিদ হন- ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

CamScanner

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনের মধ্যে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। নির্বাচনে অংশ নিয়ে ছিল মোট ২৪টি দল।

- **১৯৭০ এর নির্বাচনের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন-** আব্দুস সাত্তার।
- **প্রধান দল-** আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)।

প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন- ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

- **মোট আসন সংখ্যা- ৩১৩ টি**
  - নির্বাচিত আসন- ৩০০ টি
  - সংরক্ষিত আসন- ১৩ টি
- **আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে- ১৬৭ টি আসনে**
  - আওয়ামী লীগ নির্বাচিত আসন পায়- ১৬০ টি
  - আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত আসন পায়- ৭ টি

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন- ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

- **মোট আসন সংখ্যা- ৩১০ টি**
  - নির্বাচিত আসন- ৩০০ টি
  - সংরক্ষিত আসন- ১০ টি
- **আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে- ২৯৮ টি আসনে**
  - আওয়ামী লীগ নির্বাচিত আসন পায়- ২৮৮ টি
  - আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত আসন পায়- ১০ টি

মাত্র ৩৯০ টাকায় সাম্প্রতিকের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পূর্বে ৪টি **"সাম্প্রতিক ক্যাপসুল"** বের হবে। ৪টি ক্যাপসুলের উপর ১০টি ক্লাস এবং ১০টি এক্সাম নিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের **"ক্যাপসুল ব্যাচ"**।
ক্যাপসুল ব্যাচের ভর্তি ফি মাত্র ৩৯০ টাকা।
ক্যাপসুল ব্যাচে ভর্তি হতে ভিজিট করুন-
www.zubairseducation.com
অথবা স্ক্যান করুন।

SCAN ME!

CamScanner

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. আগুনের পরশমণি
খ. পুষ্প, বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ
গ. প্রদোষে প্রাকৃতজন
ঘ. চিলেকোঠার সেপাই

০২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দাপ্তরিক নাম কী ছিল? (DU ঘ' ২০-২১)
ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র
খ. রাষ্ট্র বনাম আগরতলা
গ. রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য
ঘ. সরকার বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য

০৩. বঙ্গবন্ধু-ঘোষিত ছয় দফা দাবির যে দফায় পৃথক মুদ্রাব্যবস্থার প্রসঙ্গ রয়েছে-(DU খ' ২০-২১)
ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

০৪. বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হলো -[DU খ' ১৯-২০]
ক. ছয় দফা
খ. এগারো দফা
গ. ৭ মার্চের ভাষণ
ঘ. ২১ দফা

০৫. ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ছয়দফা দাবী সংক্রান্ত পুস্তিকাটির নাম কী ছিল? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. ছয়দফা কর্মসূচি : বাঙ্গালির দাবী
খ. ছয়দফা : আমাদের বাঁচার দাবী
গ. ছয়দফা : আমাদে সংগ্রামের দাবী
ঘ. ছয়দফা : পূর্বে বাংলার বাঁচার অধিকার

০৬. ঐতিহাসিক 'ছয় দফায়' যে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত ছিল না? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো
খ. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ. স্বতন্ত্র মুদ্রাব্যবস্থা
ঘ. বিচার ব্যবস্থা

০৭. ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতগুলি আসনে বিজয়ী হয়েছিল? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. ১৭০
খ. ১৬৯
গ. ১৬৭
ঘ. ১৯৩

০৮. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন কতজন? [DU ঘ' ১৬-১৭, DU ঘ' ১৪-১৫]
ক. ২৫
খ. ৩৫
গ. ১৮
ঘ. ৪৪

০৯. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ আবুল বরকতের ডাক নাম কী ছিল? [DU ঘ'১৬-১৭]
ক. খোকা
খ. আবাই
গ. আবু
ঘ. আবুল

১০. তমুদ্দিন মজলিস ছিল একটি-[DU খ' ১৩-১৪]
ক. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
গ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ঘ. দাতব্য প্রতিষ্ঠান

১১. "এখানে রমনার বটমূলে, কৃষ্ণচূড়ার নিচে/কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" কবিতাটি কার রচনা? [DU খ' ১৪-১৫]
ক. আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
খ. মাহবুবুল আলম চৌধুরী
গ. আল মাহমুদ
ঘ. শামসুর রাহমান

১২. 'আসাদের শার্ট' কবিতাটির রচয়িতা কে? [DU খ' ১৫-১৬]
ক. সিকান্দার আবু জাফর
খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. নির্মলেন্দু গুণ
ঘ. শামসুর রাহমান

১৩. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- [DU ঘ' ০৭-০৮]
ক. ১৯৫৪ সালে
খ. ১৯৫৬ সালে
গ. ১৯৫৭ সালে
ঘ. ১৯৬১ সালে

১৪. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন? [DU ঘ' ০০-০১]
ক. শেখ মুজিব
খ. ভাসানী
গ. শামসুল হক
ঘ. আবুল হাসেম

১৫. আওয়ামী লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? [DU খ' ৯৮-৯৯]
ক. মওলানা ভাসানী
খ. শেখ মুজিব
গ. ফজলুল হক
ঘ. তাজউদ্দীন আহমেদ

উত্তরমালা

১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. খ	৬. ঘ	৭. গ	৮. খ
৯. খ	১০. ক	১১. খ	১২. ঘ	১৩. গ	১৪. গ	১৫. ক	

১৬. অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী- [DU খ ০৮-০৯]
ক. আবুল হাসেম
খ. এ. কে. ফজলুল হক
গ. শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ. খাজা নাজিমউদ্দীন

১৭. প্রাক্তন পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন কে? [DU খ ০৪-০৫]
ক. মাওলানা ভাসানী
খ. সোহরাওয়ার্দী
গ. শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. ফজলুক হক

১৮. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়- [DU খ' ১১-১২]
ক. ২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
খ. ২০ শে মার্চ ১৯৬৮
গ. ১৮ ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
ঘ. ৫ ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

১৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্দেশ্য- [DU খ' ১৪-১৫]
ক. ভাষার অধিকার
খ. মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
গ. মাতৃভাষাকে বিদেশে প্রচার
ঘ. মাতৃভাষার জনপ্রিয়তা

বি সি এস

২০. ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবিতে কোন দু'টি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব ছিল? (46 BCS)
ক. বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা
খ. অর্থ ও পররাষ্ট্র
গ. স্বরাষ্ট্র ও পরিকল্পনা
ঘ. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র

২১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয়লাভ করেছিল? (46 BCS)
ক. ২১৯ খ. ২২১ গ. ২২৩ ঘ. ২২৫

২২. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়- (45 BCS)
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫০ সালে গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৫৪ সালে

২৩. ঐতিহাসিক 'ছয়-দফা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন- (45 BCS)
ক. ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ খ. ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ গ. ২৬ মার্চ, ১৯৬৬ ঘ. ৩১ মার্চ, ১৯৬৬

২৪. 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক- (45 BCS)
ক. শেখ মুজিবুর রহমান
খ. শামছুল হক
গ. আতাউর রহমান খান
ঘ. আবুল হাশিম

২৫. 'তমদ্দুন মজলিস' কে প্রতিষ্ঠা করেন? (44 BCS)
ক. হাজী শরিয়তউল্লাহ
খ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
গ. আবুল কাশেম
ঘ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

২৬. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'- গানটি কে রচনা করেন? (44 BCS)
ক. মুনীর চৌধুরী
খ. জহির রায়হান
গ. আবদুল গাফফার চৌধুরী
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

২৭. UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? (44 BCS)
ক. ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯
খ. ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯
গ. ১৯ নভেম্বর, ২০০১
ঘ. ২০ নভেম্বর, ২০০১

২৮. বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল? (44 BCS)
ক. ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ খ. ২২ মার্চ, ১৯৫৮ গ. ২০ এপ্রিল, ১৯৬২ ঘ. ২৩ মার্চ, ১৯৬৬

২৯. ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল? (43 BCS)
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি

উত্তরমালা

১৬. ঘ	১৭. ক	১৮. ক	১৯. খ	২০. ঘ	২১. গ	২২. গ	২৩. খ
২৪. খ	২৫. গ	২৬. গ	২৭. খ	২৮. ঘ	২৯. ক		

BTOB—15

CamScanner

৩০. ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় 'ভাষা দিবস' হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো? (42 BCS)
ক. ২৫ শে জানুয়ারি খ. ১১ই ফেব্রুয়ারি গ. ১১ই মার্চ ঘ. ২৫ শে এপ্রিল

৩১. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কোন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? (42 BCS)
ক. তমদ্দুন মজলিস খ. ভাষা পরিষদ গ. মাতৃভাষা পরিষদ ঘ. আমরা বাঙালি

৩২. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (41 BCS)
ক. খাজা নাজিম উদ্দীন খ. নুরুল আমিন
গ. লিয়াকত আলী খান ঘ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

৩৩. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না- (41 BCS)
ক. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ. স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ. বিচার ব্যবস্থা

৩৪. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- (41 BCS, DU ঘ' ০৬-০৭]
ক. রোজ গার্ডেনে খ. সিরাজগঞ্জে গ. সন্তোষে ঘ. সুনামগঞ্জে

৩৫. ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের- [38 BCS]
ক. ফেব্রুয়ারিতে খ. মে মাসে গ. জুলাই মাসে ঘ. আগস্টে

৩৬. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল-[37 BCS]
ক. ধানের শীষ খ. নৌকা গ. লাঙ্গল ঘ. বাইসাইকেল

৩৭. ঐতিহাসিক ৬-দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়? [37 BCS]
ক. বিল অব রাইটস খ. ম্যাগনাকার্টা
গ. পিটিশন অব রাইটস ঘ. মূখ্য আইন

৩৮. পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের (Constituent Assembly) ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন? [বাতিলকৃত 24 BCS, 35 BCS]
ক. আবুল হাসেম খ. শেখ মুজিবুর রহমান
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৩৯. ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [13 BCS]
ক. নূরুল আমীন খ. লিয়াকত আলী গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. খাজা নাজিমুদ্দীন

৪০. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়? [36 BCS]
ক. ১৯৫৪ সালে খ. ১৯৫৩ সালে গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে

৪১. ছয়-দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়? [18, 22, 30 BCS/DU খ' ০৪-০৫, ৯৮-৯৯; ঘ' ০৫-০৬]
ক. ঢাকা খ. লাহোর গ. করাচি ঘ. নারায়ণগঞ্জ

৪২. ৬ দফা দাবী বা আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কোন সালে পেশ করা হয়েছিল? [13, 36 BCS; DU খ' ৯৬-৯৭]
ক. ১৯৬৫ সালে খ. ১৯৬৬ সালে গ. ১৯৬৭ সালে ঘ. ১৯৬৮ সালে

৪৩. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়? [36 BCS/DU খ' ১০-১১]
ক. ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ খ. ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
গ. ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ঘ. ২০ জানুয়ারি, ১৯৫২

৪৪. 'সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহিদ স্বরণে' গানের কণ্ঠশিল্পী কে? [MC ১৭-১৮]
ক. আপেল মাহমুদ খ. সৈয়দ আব্দুল হাদী গ. মাহমুদুন নবী ঘ. আব্দুল জব্বার

উত্তরমালা

৩০. গ	৩১. ক	৩২. ক	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. খ
৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. গ	৪১. খ	৪২. খ	৪৩. ক	৪৪. ঘ	

CamScanner

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৪৫. "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য" এই মামলা থেকে ১৯৬৯ সালে নিম্নের কোন তারিখে পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন? [MC ০৯-১০/DU খ' ১৩-১৪]
ক. ২২ এপ্রিল খ. ২২ জানুয়ারি গ. ৩ মার্চ ঘ. ২২ ফেব্রুয়ারি

৪৬. দ্বি-জাতিতত্ত্বের রূপকার কে? [রাবি, ক' ১৩-১৪]
ক. ইয়াহিয়া খান খ. আইয়ুব খান
গ. মহাত্মা গান্ধী ঘ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

৪৭. বাংলাদেশে গৃহীত এস্টেট একুউজিশন এন্ড টেনান্সি অ্যাক্ট কোন সনে পাস হয়? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, ৯৯]
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫১ সালে গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৬১ সালে

৪৮. কত সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ সহকারী রাসায়নিক-০২]
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫০ সালে গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯২০ সালে

৪৯. ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়- [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০৫]
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫০ সালে গ. ১৯৫১ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে

৫০. ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর 'ভাষা দিবস' বলে একটি দিন পালন করা হত। দিনটি ছিল কী? [পি.এস.সি সহকারী পরিচালক, ৯৮]
ক. ৩০ জানুয়ারি খ. ২৬ ফেব্রুয়ারি গ. ১১ মার্চ ঘ. ২১ এপ্রিল

৫১. রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন অঙ্কুরিত হয় ১৯৪৭ সালে, মহীরুহে পরিণত হয়- [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা-০৩]
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৪৯ সালে গ. ১৯৫১ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে

৫২. ইউনেস্কোর কততম সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়? [খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক, ০০]
ক. ৩১ তম খ. ৩২ তম গ. ৩৩ তম ঘ. ৩৪ তম
নোট: সঠিক উত্তর ৩০তম।

৫৩. কোন সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়? [চবি ঘ, ০৬-০৭]
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৯৯ সালে গ. ২০০০ সালে ঘ. ২০০১ সালে

৫৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রথম বছরে কয়টি দেশ পালন করেছে? [বাংলাদেশ টেলিভিশনের অডিয়েন্স রিসার্চ অফিসার, ০৬]
ক. ১৭৬ টি খ. ১৭৮ টি গ. ১৮৮ টি ঘ. ১৯০ টি

৫৫. বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারী হয়- [রাবি-আইন বিভাগ, ০৮-০৯]
ক. ১৯৫২ সালে খ. ২০০২ সালে গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯১ সালে

৫৬. তৎকালীন পাকিস্তানের বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে- [রাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ০৮-০৯]
ক. ১৯৫৪ সালে খ. ১৯৫২ সালে গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৬৬ সালে

৫৭. পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী? [প্রা বি সহকারী শিক্ষক-০৯]
ক. এ কে ফজলুল হক খ. চৌধুরী খালেকুজ্জামান
গ. মুহাম্মদ আলী ঘ. ইস্কান্দার মীর্জা

৫৮. পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয়? [চবি খ' ০৫-০৬]
ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৬২ সালে গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে

৫৯. ঐতিহাসিক 'কাগমারী সম্মেলনে' নেতৃত্বদানকারী নেতার নাম কী? [চবি-খ, ০৯-১০]
ক. স্যার সলিমুল্লাহ খ. শহিদ তিতুমীর গ. মাওলানা ভাসানী ঘ. সোহরাওয়ার্দী

৬০. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ভুট্টোর পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানে কয়টি আসন লাভ করে? [জাবি-গ, ১৫-১৬]
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. কোনোটিই নয়

উত্তরমালা

৪৫. ঘ	৪৬. ঘ	৪৭. ক	৪৮. ক	৪৯. ক	৫০. গ	৫১. ঘ	৫২. *
৫৩. গ	৫৪. গ	৫৫. গ	৫৬. গ	৫৭. ক	৫৮. গ	৫৯. গ	৬০. ঘ